মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৪-১৭ জানুয়ারি ২০১৩ রাশিয়ায় সরকারী সফরের উপর প্রেস ব্রিফিং

স্থানঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তারিখঃ ২৩ জানুয়ারি, ২০১৩
সময়ঃ দুপুর ১২:৩০

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

সম্মানিত প্রিয় সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

- সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।
- আমি গত ১৪ জানুয়ারি তিনদিনের সরকারী সফরে রাশিয়া যাই।
- ৪১ বছর আগে ১৯৭২ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের পরম বন্ধু লিওনিদ ব্রেজনেভের আমন্ত্রণে রাশিয়া সফর করেছিলেন।
- ৪১ বছর পর বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রীর এটাই রাশিয়াতে সরকারী সফর। তাই রাশিয়া সরকারও এ সফরকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।
- দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সফরটি বেশ সফল ও স্বার্থক হয়েছে। ফলপ্রসু হয়েছে।
- বাংলাদেশ-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা এবং সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সফর বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে।
- এজন্য আপনাদের মাধ্যমে বাংলার জনগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর আমাদেরকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছিলেন বলেই বিশ্বে মিত্র বাড়াতে পেরেছি। দেশের উন্নয়নে বিশ্বকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বর্তমান সরকারের ওপরে আস্থা স্থাপন করেছে। বিশ্ব এখন বলছে যে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

- ১৪ জানুয়ারি রাশিয়া বিমান বন্দরে আমাকে লালগালিচা সম্বর্ধনা দেয়। অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোটর শোভাযাত্রাসহ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

- আমার সাথে সফর সঙ্গী হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ছিলেন।

- পরদিন ক্রেমলিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মি. ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আমার একান্ত বৈঠক হয়। তারপর আমাদের নেতৃত্বে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্ক আরো জোরদার করার ব্যাপারে আমরা একমত হই।

- আমরা বাংলাদেশ-রাশিয়া যৌথ কমিশন গঠনেও একমত হই। এ কমিশন উভয় দেশের সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নির্ধারণ করবে এবং এগুলোর বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে।

- সফরকালে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে তিনটি চুক্তি ও ছয়টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত দুইটি চুক্তি হয়েছে। এর একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থায়নের জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি।

- অপর চুক্তিটি বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে। এর মাধ্যমে জনগণকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সচেতন করা হবে। নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করা হবে। সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। উভয় দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করবে।

- বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে এক হাজার মেগাওয়াটের দুটি রিয়েক্টর থাকবে।

- এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে।

- আমি জানি, পারমাণবিক বিদ্যুতের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা আছে। আবার তাদের মধ্যে একটা অজানা ভয় কাজ করে।

- আমরা জনগণের এ উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়েছি।

- পারমাণবিক চুল্লীর নিরাপত্তার প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী চুল্লীতে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় জ্বালানি বর্জ রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

- প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য রাশিয়া এক বিলিয়ন ডলার স্টেট ক্রেডিট হিসেবে দিচ্ছে।
- জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির আলোকে "ফোর্সেস গোল ২০৩০" প্রণয়ন করা হয়। এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীকে পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে আমরা রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, জার্মানীসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় করেছি।
- এতে আমাদের সামরিক বাহিনী উচ্চতর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করছে।
- দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে রাশিয়া ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে ৮টি মিগ-২১ যুদ্ধ বিমান, হেলিকপ্টারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশকে দেয়। তারপর থেকে বিভিন্ন সময় রাশিয়া থেকে সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ১৯৯৯ সালে রাশিয়া-বাংলাদেশ সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় সরঞ্জাম ক্রয়, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় জোরদার করা হয়। সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান মিগ-২৯ স্বল্প মূল্যে রাশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়।
- স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলায় রাশিয়া সহযোগিতা করে। তখন বাংলাদেশের রিজার্ভ মানি ছিল না। রাশিয়ার সাথে বার্টার সিস্টেমে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেয়। আমরা পাট, চাসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করতাম। বিনিময়ে রাশিয়া থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতাম। সামরিক সরঞ্জামও এ পণ্য সামগ্রীতে ছিল।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমরা যখনই শান্তিরক্ষী পাঠিয়েছি রাশিয়া থেকে APC (Armoured Personnel Carrier)সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করে থাকি। এ ব্যয় জাতিসংঘ পরে পরিশোধ (Reimburse) করে।
- মায়ানমারের সাথে সমুদ্র জয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই বিশাল এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোনের নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টিও আমলে নেয়া হয়েছে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে আমাদের এ প্রশংসনীয় অবস্থানটি ধরে রাখা সহজ হবে।

- এর ফলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার পূরণের পাশাপাশি দেশ আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

- চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি, উচ্চশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, সংস্কৃতি, সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে ছয়টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশের মন্ত্রী ও সচিবগণ এগুলো স্বাক্ষর করেন।

- স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে এক যৌথ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

- এতে মি. পুতিন বাংলাদেশ-রাশিয়া সামরিক-প্রযুক্তি সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথা বলেন।

- বাংলাদেশে প্রথম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে এতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ঋণ দুটোই নিশ্চিত করা হয়েছে।

- সফরকালে রাশিয়ার যোগাযোগ ও গণমাধ্যম বিষয়ক মন্ত্রী মি. নিকোলাই নিকিফোরভ, ফেডারেল কাউন্সিলের চেয়ারপারসন মিস ভ্যালেন্টিনা আই মোতভিয়েনকো এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশন "রোসাটম" এর মহাপরিচালক মি. সার্গেই কিরিয়েনকো আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

- গণমাধ্যম বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা আরো বিস্তৃত করতে ও স্পিড বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, তথ্য প্রযুক্তি প্রসারে বাংলাদেশে একটি বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

- তারা আইসিটি'র বিভিন্ন খাতেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

- ফেডারেল কাউন্সিলের চেয়ারপারসন মিস ভ্যালেন্টিনা আই মোতভিয়েনকো দুই দেশের এমপিদের মধ্যে আরো যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন।

- মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ, ভারত ও রাশিয়ার কর্মকান্ডের ওপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে রাশিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

- "রোসাটম" এ বছরের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল নির্মাণ কাজ শুরু করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

- এজন্য বাংলাদেশকে মার্চের মধ্যে একটি আইনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। মে মাসের মধ্যে ডিজাইন সম্পন্ন হবে। আগস্টের মধ্যে নির্মাণ এলাকার প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মূল নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

- এ কাজগুলো দ্রুত ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমি লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছি।
- কাজগুলো সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে।
- সফরকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অজানা শহীদ সৈনিকদের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।
- আমার এ সফরের অন্যতম দিক ছিল ঐতিহ্যবাহী মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান।
- ১৯৭২ সালে জাতির পিতা রাশিয়া সফরকালে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাই এটি ছিল আমার জন্য একটি অনন্য প্রাপ্তি। বিরল সম্মান।
- আমি ''সমসাময়িক বাংলাদেশ: রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিত" বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেই।
- পরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেই।
- আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখি।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আমাকে সম্মানসূচক ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদান করেন।
- আমি রাশিয়ার তেল-গ্যাস উত্তোলন ও বিতরণকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান "গ্যাজপ্রম" কার্যালয় পরিদর্শন করি। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে তাদের আধুনিক গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করি।
- মস্কোর শেরেমেতিয়েভো বিমান বন্দরে অবতরণের পর থেকে বিদায়ের পূর্ব পর্যন্ত যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে তা হচ্ছে মি. পুতিন থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সাথে রাশিয়ার সরকার ও জনগণের আত্মিক সম্পর্ক অমরত্ব লাভ করেছে।
- জাতির পিতার প্রতি তাঁদের এ শ্রদ্ধাবোধ আমাকে গর্বিত করেছে।
- তাঁরা বলেছেন, জাতির পিতার প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশকে দেখেন। তাই বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সরকার ও জনগণের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক ও অকৃত্রিম।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার সরকার ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

- মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়া মুক্তিকামী বাঙালিদের পক্ষে দাঁড়ায় এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে তিনবার ভেটো প্রদান করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃঢ় অবস্থান নেয়। ভারতের মিত্রশক্তির সাথে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করে। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন দ্রুত ও সহজ হয়।

- রাশিয়া সরকার মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতার নেতৃত্বে দেশ পুনর্গঠনে অংশ নেয়।

- ১৯৭২ সালে রাশিয়ার রিয়ার এ্যাডমিরাল এস জুএনকো (S. Juenko)'র নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে পোঁতা মাইন, ডুবন্ত জাহাজসহ Debris অপসারণ করে। এ বিপজ্জনক কাজ করতে গিয়ে রাশিয়ার নৌ সেনা জুরি ভিক্টোরোভাক রেডকিন মৃত্যুবরণ করেন।

- দেশের বিদ্যুৎ, ব্রিজ, যোগাযোগ, শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে রাশিয়া অনন্য অবদান রেখেছে।

- রাশিয়া আমাদের পরম বন্ধু। দুর্দিনে পাশে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আজীবন কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। এ সফরের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব নবায়ন করেছি।

- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য আমরা গত বছর রাশিয়ার তিন মহান নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ, নিকোলাই পদগনি ও আলেক্সি কোসেগিন-কে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা এবং প্রাভদা ও আরো ৭ রাশিয়ান বন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা দিয়েছি।

- রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে চায়। বাংলাদেশের স্বার্থ অটুট রেখে আমরাও রাশিয়ার সাথে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছি।

- আমরা রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্ব দিয়েছি। মি. পুতিনও বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানের ৭০০ মিলিয়ন থেকে শীঘ্রই এক বিলিয়নে উন্নীত হবে।

- তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, প্লাস্টিক, সিরামিক, কৃষিজাত পণ্য ইত্যাদি রপ্তানি বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ আছে। আমরা এ সুযোগগুলো সদ্ব্যবহার করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি।

- রাশিয়া বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর গ্রুপ "ব্রিকস" এর সদস্য। দেশটির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো গভীর করার মাধ্যমে আমাদের প্রবৃদ্ধি আরো বাড়াতে চাই।

- রাশিয়া সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়েছে। তাই আমাদের পণ্য শুল্ক ও কোটামুক্তভাবে আমদানির অনুরোধ করেছি।
- রাশিয়া-বেলারুশ-কাজাখস্তান কাস্টমস ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছি।
- রাশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। তাই বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানির জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ করেছি।
- রাশিয়া আমাদের ASEM (Asia-Europe Meeting)-এ অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করেছে। আমরা রাশিয়াকে সার্কের পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। রাশিয়াও আমাদের সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন দিয়েছে।
- বাংলাদেশে রাশিয়ার বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছি।
- আমরা ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি।
- প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাশিয়া বেশ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।
- সফরটি সবদিক থেকেই অত্যন্ত সফল হয়েছে। যার সুফল জনগণ দীর্ঘমেয়াদে ভোগ করবে। বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী রূপ নেবে। এতে উভয় দেশই লাভবান হবে।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...